দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বন্যাদুর্গত উপকূলীয় এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্বিতলবিশিষ্ট দালানে রূপান্তরের আবেদন

১৫ নভেম্বর, ২০০৭ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এর তাণ্ডবে উপকূলীয় এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তৎকালীন সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দু'ক্যাটাগরিতে (অর্থাৎ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত) ভাগ করে অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে সংস্কার সাধন করেন। ফলে অচিরেই উপকূলীয় ধ্বংসযজ্ঞের শিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কারণ সামনেই ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা। তখন অবশ্য কথা ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বিতলবিশিষ্ট দালানে রূপান্তর করলে একদিকে শিক্ষার কাঠামোগত পরিবেশ, অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত জনসাধারণ সাইক্লোন শেল্টারের বিকল্প ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে পুনর্নির্মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো তেমন মজবুত হয়নি। আবার ঘূর্ণিঝড় হলেই অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় হলে প্রতিবছরই নতুনভাবে ও আংশিক পুনর্নির্মাণ করা দেশের অর্থনীতির জন্য একটা হুমকি। তখন দ্বিতলবিশিষ্ট দালানে রূপান্তরিত করার কথা শুনে সিডর বিধ্বস্ত উপকূলীয় জনসাধারণ অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। অন্তত ঘূর্ণিঝড়ে পানির স্রোতে ভাসতে ভাসতে সাইক্লোন শেল্টারে না গিয়ে নিকটবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠাঁই নিয়ে বাঁচতে পারবো। আবার এ পর্যন্ত যতগুলো ঘূর্ণিঝড় হয়েছে তার সবগুলোই গভীররাতে সংঘটিত হয়েছে। ফলে অন্ধকারের ভীতিময় পরিবেশে জনসাধারণ দূরে অবস্থিত সাইক্লোন শেল্টারে যেতে আগ্রহবোধ করে না। উপকূলীয় এলাকায় জনসংখ্যার অনুপাতে সাইক্লোন শেল্টারের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। এজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্বিতল দালানে রূপান্তরিত করলে উপকূলবাসী দারুণভাবে উপকৃত হবেন। বন্যার সময় হাজার হাজার নর-নারী, শিশুসহ দূরবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার পথেই পানিতে ডুবে অথবা ভেসে যায়। উপকূলীয় এলাকায় বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদরাসা গড়ে উঠেছে। তাই ব্যয়বহুল সীমিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের বিকল্প হিসেবে যে ভবনগুলো একতলাবিশিষ্ট সেগুলোকে দ্বিতল করলে একদিকে শিক্ষার গুণগত ও পরিবেশগত অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। অন্যদিকে নিকটবর্তী দ্বিতলবিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় নিয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণে বাঁচতে পারে। তাই সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে বরং দেশীয় বাজেটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মজবুত দ্বিতল দালানে রূপান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. রফিকুল ইসলাম পান্না, হাড়িটোনা, পাথরঘাটা, বরগুনা।